সংবাদ

তারিখ 12 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ঢাকা : বুধবার ৩০ মাঘ ১৪২০
Dhaka : Wednesday 12 February 2014

সম্পাদকীয়

ব্যবস্থা না নিলে ছাত্রলীগই সরকার পতন ঘটাতে পারে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম ছাত্রাবাস থেকে ৯৭ জন ছাত্রকে গত সোমবার রাতে বের করে দিয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। বের করে দেয়া ছাত্ররা সবাই নতুন সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন। ভর্তির সময় হল বরাদ্দ পেয়ে তারা কয়েকদিন ধরে উল্লিখিত ছাত্রাবাসের দ্বিতীয় তলার বারান্দায় অবস্থান করছিলেন। এ নিয়ে পত্রিকাগুলো প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ছাত্রলীগের নেতারা নতুন ছাত্রদের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আলটিমেটাম দিয়ে বলেছে, এ সময়ের মধ্যে নিজ নিজ এলাকার শাখা আওয়ামী লীগের প্যাডে একজন নেতার দেয়া প্রত্যয়নপত্র আনতে না পারলে হলে থাকতে দেয়া হবে না। এ বিষয়ে জানতে চাইলে গণমাধ্যমকে এক ছাত্রলীগ নেতা জানায়, নতুন ছাত্রদের কেবল পে-ইন স্লিপ আছে, তারা এখনও বৈধ আবাসিক ছাত্র নয়। ওই ছাত্রলীগ নেতা আরও বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এত ছাত্রের ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা নেই। এ কারণে তারা নিজেরাই 'অবৈধ আবাসিক' ছাত্রদের বের করে দিয়েছে।

মহাজোট সরকারের গত মেয়াদে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের চেহারাটা মানুষ ভুলে যায়নি। বর্তমান সরকার নির্বাচিত হওয়ার পর পরই সাধারণ মানুষ শঙ্কিত ছিল এই ভেবে যে, আরেক দফা ছাত্রলীগের সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের বলি হতে হবে। মানুষের আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করতে ছাত্রলীগ এক মাসও সময় নেয়নি। তারা একদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হয় তো আরেক দিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস থেকে সাধারণ ছাত্রদের বের করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা কেবল সন্ত্রাসের রাজত্বই প্রতিষ্ঠা করেনি, এক ধরনের জমিদারিও প্রতিষ্ঠা করেছে। কোন শিক্ষার্থী বৈধ আবাসিক ছাত্র নয় সেটা তারা কেবল সার্টিফাই করছে না, নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ব্যবস্থা নিচ্ছে, নিয়মনীতি আরোপ করছে। তাদের শাসিত ছাত্রাবাসে থাকতে হলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের 'স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি' হতে হবে, ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র নিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই ছাত্রলীগের সন্ত্রাস নৈরাজ্য থেমে নেই। স্কুল-কলেজ, মাঠ-ঘাট, হাট-বাজার সর্বব্যাপী তাদের সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটেছে। গত শুক্রবার রাতে সিলেট নগরের সাপ্লাই এলাকায় জমি দখল করতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে আটক হয় ছাত্রলীগের ১২ নেতাকর্মী। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। তারা নিত্যদিনই দেশের কোন না কোন স্থানে দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস প্রভৃতি চালাচ্ছে। গণমাধ্যমে তাদের অপকর্মের খবর কমই প্রকাশিত হয়। যে কয়েকটি খবর প্রকাশিত হয় তাতেই সরকার গণমাধ্যমের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে। সত্য প্রকাশের জন্য গণমাধ্যমকে দোষ না দিয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হলে তাদের সন্ত্রাসের লাগাম টানা যেত, আর সাধারণ মানুষও সন্ত্রাস থেকে নিস্তার পেত।

ছাত্রলীগের লাগামহীন সন্ত্রাসের জন্য সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয় দায়ী বলে অভিযোগ রয়েছে। গণমাধ্যমের চাপে পড়ে এক বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডের বিচার করে এবং গুটিকয় সন্ত্রাসীকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করে সরকার দাবি করে তারা ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। সরকার যদি ধারাবাহিকভাবে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যথার্থই ব্যবস্থা নিত তবে রাবি, ঢাবি বা চবিতে ছাত্রলীগ চণ্ডমূর্তি ধারণ করতে পারত না। এখনও সময় আছে। কেবল মুখে মুখে ব্যবস্থা না নিয়ে বাস্তবে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিন। নইলে আর কেউ নয়, এক ছাত্রলীগই সরকারের পতন ঘটানোর জন্য যথেষ্ট।